সমকাল

ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা ভুয়া শিক্ষার্থী দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ

৮ ঘণ্টা আগে

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) ও মনিরামপুর(যশোর) প্রতিনিধি

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির দুই ছাত্রীকে দিয়ে পঞ্চম শ্রেণির ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন দুই অভিভাবক।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তুষখালী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মরিয়ম ও হাওয়া। তাদের দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান চলমান ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় দক্ষিণ শাখারীকাঠি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ছাত্রী দেখিয়ে ছালেহিয়া পশ্চিম ছোট মাছুয়া দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ায়।

এ ব্যাপারে মরিয়মের পিতা পার্শ্ববর্তী শরণখোলা উপজেলার কদমতলা গ্রামের আ. রহিম খাঁ ও হাওয়ার নানা ভাণ্ডারিয়া উপজেলার হরিণপালা গ্রামের আবদুল আজিজ মাল দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অভিযোগ করেন। শিক্ষার্থী মরিয়ম ও হাওয়া জানান, প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান তাদের স্কুলের পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলে ওই মাদ্রাসা কেন্দ্রে নিয়ে ইবতেদায়ি পরীক্ষা দেওয়ায়।

মাদ্রাসার সুপার সফিকুল ইসলামকে মুঠোফোনে পাওয়া না গেলেও তুষখালী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমার স্কুলের শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা কেন্দ্রে ইবতেদায়ি পরীক্ষা দিয়েছে শুনে আমি তাদের পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দিই।

জেলা প্রশাসক আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন অভিযোগ পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, যশোরের মনিরামপুর উপজেলার হাজরাকাটি আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মোমতাহিনা খাতুন এবার আজহারুল ইসলাম স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী হয়ে ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে আসছিল। শুধু মোমতাহিনা নয়, তার মতো এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল একই প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণির সাকিব হোসেন, মহিবুল্লাহ, আবদুর রহমানসহ ১২ শিক্ষার্থী। এ বিষয়টি জানাজানি হলে বৃহস্পতিবার ইউএনও আহসান উল্লাহ শরিফী পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন।

ইউএনও আহসান উল্লাহ শরিফী জানান, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দিয়ে ইবতেদায়ি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com